بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৩/২৪ | মঙ্গলবার, ২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৯ হিজরী | ১২/১২/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচী পালন করেছে

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ (মঙ্গলবার; ১২ ডিসেম্বর, ২০১৭) বেলা ১১ ঘটিকায় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচী পালন করেছে ক্রুসেডার মার্কিনীদের কর্তৃক মুসলিমদের পবিত্র ভূমি আল-কুদ্‌সকে (জেরুজালেম) ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে। সেখানে সংগঠনের প্রায় অর্ধসহস্র নেতা-কর্মী অংশ নেয়। ঘেরাও মিছিলটি গুলশান ২নং চত্ত্বর হতে শুরু হয় এবং প্রতিবাদকারীরা কালেমা খঁচিত শাহাদাহ্ পতাকা উচ্চে তুলে ধরেন। তারপর জেরুজালেমের প্রতি তীব্র ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের এক দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনীর পর তারা আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্; আমেরিকার কালো হাত - ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও; ঠাই নাই, ঠাই নাই - বাংলার জমীনে মার্কিনীদের ঠাই নাই, জেরুজালেমকে মুক্ত কর - খিলাফত কায়েম কর; ইত্যাদি শ্লোগাণে চারিদিক মুখোরিত করে মাদানী এভিনিউ, মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর মার্কিন দূতাবাসের সন্নিকটে মার্কিন ও ইসরাইল-এর পতাকায় অগ্নিসংযোগ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচী সম্পন্ন করেন। হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ জেরুজালেমের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে এই কর্মসূচী পালন করেছে, যেই জেরুজালেম ইসরা ও মিরাজের পবিত্র ভূমি, মুসলিমদের প্রথম কিবলা এবং ইবাদতের নিয়তে ভ্রমনযোগ্য তিনটি মসজিদের তৃতীয়টি; কারণ উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান, সচেতন ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব হিসেবে হিযবুত তাহ্‌রীর সবসময় উম্মাহ্'র চিন্তা ও আবেগ-অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে ও তা প্রকাশ করে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলিম, ক্রুসেডারদের মোড়ল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জানাচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাহ্'র অনুভূতিকে আঘাতের উদ্দেশ্যে ট্রাম্পের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য আরব এবং মুসলিম বিশ্বের শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করছে, যেসব শাসকেরা ১৯৪৮ সালে আল-কুদ্‌স দখল হয়ে যাওয়ার পর থেকে তাদের তথাকথিত অকার্যকর অগ্নিঝরা ফাঁকা বক্তব্য ও নিন্দার বুলির দ্বারা মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে আসছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মুসলিমগণ, ট্রাম্পের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের লোকদেখানো ও সম্পূর্ণ নিষ্ফল অবস্থানকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে হাসিনা সরকার হচ্ছে মার্কিন-বৃটেন-ভারতের দালাল যারা বরাবরের মতোই মার্কিনীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। শুধু তাই নয়! মার্কিনীদের সাথে কৌশলগত ও সামরিক সম্পর্ক স্থাপন করে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ঘৃণ্য সহযোগীতায় লিপ্ত রয়েছে। মার্কিনীদের সাথে কৌশলগত সংলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম এবং এদেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের চক্রান্তের পথকে প্রশস্ত করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

এমতাবস্থায়, **হিযবুত তাহ্‌রীর,** উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ নিম্নোক্ত দাবিগুলোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপর মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার চক্রান্তের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করে যাবে:

১. অবিলম্বে মার্কিনীদের সাথে সকল সামরিক সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর উপর মার্কিনীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া যাবে না;

২. মার্কিনীদের সাথে কৌশলগত ও নিরাপত্তা সংলাপ প্রত্যাখ্যান করতে হবে;

৩. বাংলাদেশে মার্কিনীদের জীবনব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদি ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে;

৪. মার্কিন তেল, গ্যাস কোম্পানীগুলোকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে;

৫. অবিলম্বে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করতে হবে এবং মার্কিনীদের সাথে সকল কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

এই দাবিগুলোর বাস্তব রুপদানের লক্ষ্যে আমরা হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ খিলাফতে রাশেদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রাম দিন দিন বাড়িয়েই যাব কারণ একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ্ এবং ইসলামী ভূ-খন্ডের সম্মান রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান নিবে। হে মুসলিমগণ, আমাদের আহ্বানের প্রতি মনোযোগ দিন! আল-কুদ্‌স হবে খিলাফতের ভবিষ্যত রাজধানী, যার প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দিয়েছেন। সুতরাং, আমরা আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-এর সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত হয়ে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন।

আমরা **বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদেরকে** স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আল-কুদ্‌স হচ্ছে সেই ভূ-খন্ড যেটি খলিফা উমর (রা.) মুক্ত করেছিলেন, যেটিকে মহাবীর সালাহ্উদ্দীন আল-আইয়্যুবী (র.) ক্রুসেডারদের কবল থেকে পুনরূদ্ধার করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এই ভূমি আমানতস্বরুপ। এই আমানতকে রক্ষা ও পবিত্র এই ভূমির প্রতি ভালোবাসার অর্থ হলো এই ভূ-খন্ডকে সহ পুরো ফিলিস্তিনকে ইহুদী দখলদারিত্বের কবল থেকে মুক্ত করা। এই লক্ষ্যে খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন, একমাত্র খিলাফতই আপনাদেরকে সেনাঅভিযানে প্রেরণ করবে যাতে আপনারা জেরুজালেমকে মুক্ত করতে পারেন, ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন এবং আপনাদের হাত দ্বারা তাদের মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দিতে পারেন, ইনশা'আল্লাহ্।

"আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন, এবং প্রশস্ত করবেন মু'মিনদের অন্তর।" [সূরা আত-তাওবা ৯: ১৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info

Hizb ut Tahrir Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
Hizb ut Tahrir Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info